পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্বল্প মেয়াদী সমবায় ঋণদান ক্ষেত্রের শস্য ঋণ নীতি ২০১৪

(১) শিরোনাম, প্রযোজ্যতা এবং প্রারম্ভ :

(ক) এই নীতি সমূহের নাম হবে: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড - স্বল্প মেয়াদী সমবায় ঋণদান ক্ষেত্রের শস্য ঋণ নীতি ২০১৪।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে স্বল্প মেয়াদী সমবায় ঋণদান ক্ষেত্রে মরশুম ভিত্তিক শস্য ঋণ প্রদান এই নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

(গ) এই নীতি সমূহ ১লা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

(২) সংজ্ঞা :

(ক) **আইন** বলতে বোঝাবে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন, ২০০৬, তার সকল সংশোধনী এবং তার অধীনে প্রণীত সকল বিধিমালা। এই আইনের ৪ নং ধারায় এবং দ্য জেনারাল ক্লসেস্ অ্যাক্ট, ১৮৯৭-তে বর্ণীত সকল সংজ্ঞা এই নীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। শস্য ঋণ বিধিমালা বলতে বোঝাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ১০ই জুলাই, ২০১৪ তারিখে ৯৬০-কোঅপ/ডি/২আর-১/২০১০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপিত পশ্চিমবঙ্গ স্বল্প মেয়াদী সমবায় ঋণদান ক্ষেত্রের শস্য ঋণ বিধিমালা ২০১৩।

(খ) **কৃষি ও কৃষিকার্য** বলতে বোঝাবে শস্য উৎপাদন, বাগিচা ও উদ্যান পালন, মৌমাছি পালন, ফুল চাষ, পশু পালন, বনসৃজন, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা, হাঁস ও মুরগী পালন, মৎসোৎপাদন (সামুদ্রিক ও নোনা জলের মৎস আহরণ সহ) ও মৎস চাষের উন্নয়ণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবসা যা কৃষিকার্যের সঙ্গে অথবা কৃষিকার্য ব্যতিরেখে করা হয়।

(গ) **কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার** অর্থ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক যা পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলার বা একটি জেলার একটি নির্দিষ্ট অংশের বা একাধিক জেলার একটি নির্দিষ্ট অংশের সমবায় সমিতি গুলির মুখ্য ঋণ প্রদানকারী সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক শাখা সমূহ।

(ঘ) **শস্য** বলতে বোঝায় ২(খ) নীতিতে বর্ণিত কৃষি দ্বারা উৎপাদিত পণ্য, যার মধ্যে অর্থকারী ফসলও অন্তর্গত।

(ঙ) **শস্য ঋণ** বলতে বোঝায় পশ্চিমবঙ্গে স্বল্প মেয়াদী সমবায় ঋণদান পরিকাঠামো দ্বারা মরশুম ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান, যার মধ্যে শস্য বীমা, পরিসম্পদ বীমা, ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমা প্রকল্প এবং স্বাস্থ্য বীমা অন্তর্ভূক্ত।

(চ) **যুগ্ম ঋণদায় গোষ্ঠী প্রকল্প** বলতে বোঝায় ৪ থেকে ১০ জনের অপ্রথাগত সংস্থা, যার সদস্য সংখ্যা বিশেষ ক্ষেত্রে ২০ জন অবধি হতে পারে, যার সদস্যরা পারস্পরিক জামিনদারির

ভিত্তিতে একত্রিত হবেন একক বা যৌথভাবে ঋণ গ্রহণের জন্য। (এই বিষয়ে বিশদ নীতি পরবর্তী অধ্যায়ে নিবন্ধিত করা হয়েছে।)

(ছ) **কিষাণ ক্রেডিট কার্ড** বলতে বোঝায় সুসমন্বিত ঋণ দাদন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন কৃষক সঠিক সময়ে ন্যুনতম জটিলতায় এই নীতি সমূহের পরিমন্ডলিতে কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ পেতে পারেন। কেন্দ্রীয় ঋণ দাদন সংস্থা সমূহ ন্যাবার্ডের নির্দেশনামা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই কার্ডের বৈধ সময়সীমা নির্ধারণ করবেন। এই কার্ডের অধিকারীগণের কৃষি জমির পরিমান বেড়ে গেলে বা তাঁরা নতুন ফসলের চাষ শুরু করলে এবং তাঁদের কৃষি ঋণ পরিশোধ পর্যালোচনা করে তাঁরা কি কি সুবিধা পাবেন, তাঁদের কর্জের সীমা বাড়ানো হবে কিনা, কর্জের সীমা বাতিল করা হবে কিনা বা অন্যান্য সুবিধা প্রদান বন্ধ করা হবে কিনা স্থির করা হবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার এক জানালা নীতির মাধ্যমে তাঁর চাষাবাদের জন্য নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাবেন-

(অ) ফসল ফলানোর জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণের চাহিদা পূরণ

(আ) ফসল কাটার পরবর্তী খরচের জন্য ঋণ

(ই) ফসলের বিপননের জন্য ঋণ

(ঈ) কৃষক পরিবারের জীবনযাপনের জন্য ঋণ

(উ) কৃষি উপকরণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং কৃষি আনুষঙ্গিক কাজকর্ম, যেমন, হাঁস - মুরগী পালন, মাছ চাষ ইত্যাদির জন্য চলতি মূলধন খাতে ঋণ

(ঊ) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের জন্য (যেমন কৃষি উপকরণ ক্রয়, গবাদি পশু ক্রয় ইত্যাদি) মূলধনী ঋণের চাহিদা পূরণ

দ্রষ্টব্যঃ কিষাণ ক্রেডিট কার্ডধারীর স্বল্পমেয়াদী ঋণের পরিমান হবে (অ) থেকে (উ) অংশের যোগফল এবং মধ্য / দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের পরিমান হবে (ঊ) অংশের যোগফল।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কাদের দেওয়া যাবে -

(১) ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথ ভাবে কৃষিজীবি, যিনি কৃষি জমির মালিক

(২) জমি ভাড়া বা ইজারা নিয়ে চাষ করেন এমন চাষী, মৌখিক ইজারাদার বা ভাগচাষী

(৩) স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা যুগ্ম ঋণদায় গোষ্ঠীভূক্ত ইজারাদার, ভাগচাষী ইত্যাদি

(জ) **প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা** বলতে বোঝাবে সমস্ত প্রকারের প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিসমূহ, যাঁদের মূল কাজ হলো ব্যক্তিগত কৃষককে, স্বনির্ভর সমিতিকে এবং যুগ্ম ঋণদায় গোষ্ঠী সমূহকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি ঋণ দাদন।

(ঝ) **পরিশোধ সময়পর্ব** বলতে বোঝায় এই নীতি সমূহের ক পরিশিষ্টে বর্ণিত শস্যের আহরণ ও বিপননের সময়কাল, যার ফলনের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। যদি কোনো শস্যের নাম ক পরিশিষ্টে বর্ণিত না হয়ে থাকে, তবে সেই শস্যের পরিশোধ সময়পর্ব রাজ্য ঋণদাদন সংস্থা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করবে। পরিশেষে, বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্য ঋণদাদন সংস্থা ক পরিশিষ্টে বর্ণিত কোনো শস্যের দাদনের ও পরিশোধের সময়কাল পরিবর্তন করতে পারবে।

(ঞ) **দাদন হার** - জেলা স্তরের কারগরী (টেকনিক্যাল) কমিটি প্রতিটি শস্যের দাদন হার স্থির করবে। এই দাদন হার সাধারণ ভাবে পাঁচ বছরের জন্য বৈধ থাকবে, তবে প্রত্যেক বছর তার পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনে তার পরিমার্জন করা হবে। যদি কোনো জেলা স্তরের কারগরী কমিটি কোনো শস্যের দাদন হার স্থির না করে থেকে থাকে, তবে, জেলা স্তরের কারগরী (টেকনিক্যাল) কমিটির পরবর্তী সভার আগে পর্যন্ত ঐ শস্যের দাদন হার রাজ্য ঋণদাদন সংস্থা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করতে পারবে।

দ্রষ্টব্যঃ শ্রী-এর মত বিকল্প ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির দাদনের হার বিশেষ ভাবে স্থির করতে হবে যাতে ফলনের খরচ কমে, চাষীর ওপর ঋণের বোঝা কম হয় এবং চাষীর উৎপাদনশীলতা তথা লাভের হার বাড়ে।

(ট) **স্বল্পমেয়াদী সমবায় ঋণদান পরিকাঠামো, পশ্চিমবঙ্গ** বলতে বোঝাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও তার আঞ্চলিক শাখা সমূহ, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ এবং তার সদস্য প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা সমূহ।

(ঠ) **রাজ্য ঋণদাদন সংস্থা** বলতে বোঝাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক।

(৩) এই নীতি সমূহ স্বল্পমেয়াদী সমবায় ঋণদান পরিকাঠামো, পশ্চিমবঙ্গ-এর ক্ষেত্রে মরশুম ভিত্তিক শস্য উৎপাদনের জন্য স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য সামগ্রিক ভাবে প্রযোজ্য হবে। কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা সমূহ এবং তার সদস্য প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা সমূহ স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং যুগ্ম ঋণদায় গোষ্ঠী সমূহকে যে কৃষি ঋণ প্রদান করে তাও এই নীতির দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(৪) প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা সমূহ তাঁদের গৃহিত কর্ম্মোন্নয়ন পরিকল্পনা বা ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা অন্য কোনো পরিকল্পনা অনুসারে তাঁদের সকল সদস্যের (নতুন ও পুরাতন) শস্য উৎপাদনের

জন্য ঋণের চাহিদা অনুসারে তাঁদের কর্জ গ্রহনের সীমা নির্ধারণ বিবরণী নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে অর্থবর্ষ শেষ হবার অন্ততঃ দুই মাস আগে প্রস্তুত করবেন। কোনো প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার পরিচালক মন্ডলীর অধিকার থাকবে তাঁর কোনো সদস্যের সর্বোচ্চ কর্জসীমা নির্ধারণের নিয়ম প্রণয়নের, তবে সেই সীমা যেন কখনই এই নীতি সমূহে উল্লিখিত শর্তাবলী স্বাপেক্ষে ঐ সদস্যের মোট জমি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কর্জসীমার থেকে বেশী না হয়। প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা সমূহ নিম্নবর্ণীত প্রয়োজনে অনুপূরক কর্জসীমার আবেদনপত্র প্রস্তুত করবেন-

(অ) দাদন হারের পরিবর্তনের কারণে

(আ) নতুন সদস্যের অন্তর্ভূক্তি এবং

(ই) কোনো সদস্যের চাষযোগ্য জমির পরিমানের পরিবর্তন হলে।

প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা সমূহ তাঁদের কৃষি কার্যে নিযুক্ত সকল সদস্যের কর্জসীমা নির্ধারণের আবেদনপত্র প্রস্তুতি সুনিশ্চিত করবেন। এই সংস্থা সমূহেকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে তাঁদের সমস্ত কৃষক পরিবার যেন তাঁদের সদস্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত হন এবং অবশ্যই তাঁদের কর্জ সীমা নির্ণয় করবেন যাতে তাঁরা প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ থেকে বঞ্চিত না হন। তবে, সব উপ-কর্জ সীমার যোগফল যাই হোক না কেন, কোনো সদস্যের মোট শস্য ঋণের পরিমান সম্বৎসরে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকার বেশি হবে না। পরন্তু, সদস্য পিছু মোট শস্য ঋণের পরিমান বছরের কোনো একদিনে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকার বেশি হবে না। প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা প্রতি ঋণী সদস্যের সাথে কমপক্ষে তার অনুমোদিত কর্জ সীমার সম-মূল্যের জমির বন্ধকী কারবারনামা নির্বাহ করবেন। তবে প্রত্যেক ঋণী সদস্যকে মুচেলেকা দিতে হবে যে তাঁরা তাঁদের যে জমিতে চাষের জন্য ঋণ নিচ্ছেন, তা প্রাথমিক / কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার অনুমতি ছাড়া অন্যত্র বন্ধক / বিক্রয় করবেন না।

(৫) কর্জের সীমা । ঋণের পরিমান নির্ধারণ

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের কর্জ সীমা নির্ধারণের পদ্ধতি-

৫.১ প্রান্তিক চাষী ছাড়া অন্য সকল প্রকার চাষী

৫.১.১ যে সকল কৃষিজীবি বছরে একটি ফসলের চাষ করেন তাঁদের প্রথম বছরেরে জন্য কর্জ সীমা হবে - শস্যের দাদন হার (জেলা স্তরের কারিগরি কমিটি দ্বারা নির্ধারিত) (গুনিতক) যে পরিমান জমিতে চাষ করা হয়েছে (যোগ) ফসল কাটার পরবর্তী সময়ের । পারিবারিক । জীবনযাপনের খরচ বাবদ কর্জ সীমার ১০ শতাংশ (যোগ) কৃষি উপকরণের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ কর্জ সীমার ২০ শতাংশ (যোগ) শস্য

বীমা, পরিসম্পদ বীমা এবং ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমার জন্য দেয় কিস্তির টাকা। কেবল মাত্র যুগ্ম ঋণদায় গোষ্ঠী ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে প্রত্যেক ঋণী সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে জামিনদার থাকতে হবে। যুগ্ম ঋণদায় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সকল ঋণী সদস্যকে যুগ্মভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে জামিনদার থাকতে হবে।

৫.১.২ দ্বিতীয় ও পরবর্তী বছরের জন্য কর্জ সীমা

(অ) যদি কোনো বছরে জেলা স্তরের কারিগরি কমিটির সভা না হয়ে থাকে

- প্রথম বছরের শস্য চাষের কর্জ সীমা (যোগ) দ্বিতীয় বছরের জন্য মুল্যবৃদ্ধির কারণে ঐ সীমার ১০ শতাংশ বৃদ্ধি।
- পরবর্তী বছরগুলিতে একই পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে জেলা স্তরের কারিগরি কমিটির সভা না হয়ে থাকে।

(আ) যদি কোনো বছরে জেলা স্তরের কারিগরি কমিটির সভা হয়ে থাকে এবং শস্য চাষের কর্জ সীমার কোনো বৃদ্ধি না হয়ে থাকে

- শস্য চাষের কর্জ সীমার কোনো শতাংশ বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।

(ই) যদি কোনো বছরে জেলা স্তরের কারিগরি কমিটির সভা হয়ে থাকে এবং শস্য চাষের কর্জ সীমার বৃদ্ধি করা হয়

- জেলা স্তরের কারিগরি কমিটির প্রস্তাবানুসারে শস্য চাষের কর্জ সীমার সমানুপাতিক বৃদ্ধি করতে হবে।

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের চরিত্র এবং পরিশোধের সময়সূচী প্রস্তাবিত বিনিয়োগের অর্থকরী মেয়াদ বিচার করে কিস্তিতে টাকা তোলার পরিমান নির্ধারণ করতে হবে। এও সুনিশ্চিত করতে হবে যে কোনো সময়ে গৃহিত মোট ঋণের পরিমান সেই বছরের অনুমোদিত কর্জ সীমার মধ্যে থাকে।

৫.১.৩ যে সব কৃষক বছরে একাধিক ফসল ফলান, তাঁদের শস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কর্জের সীমা উপরোল্লিখিত ৫.১.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রস্তাবিত চাষের বৈচিত্র বিচার করে স্থির করতে হবে। এক্ষেত্রে ধরে নেয়া হবে যে পরবর্তি চার বছরে তাঁর চাষের বৈচিত্র একই থাকবে। যদি তিনি পরবর্তি বছরে তাঁর চাষের বৈচিত্র পরিবর্তন করেন, তবে তাঁর কর্জের সীমা নতুন করে বিবেচনা করতে হবে।

৫.১.৪ চাষের জমি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র সেচ, চাষের উপকরণ কেনা এবং সংশ্লিষ্ট কৃষি কাজের জন্য মেয়াদী ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ঋণ দাদন সংস্থা কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কৃষি কাজ ইত্যাদির জন্য স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি ও চলতি মূলধনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্জের পরিমান স্থির করবেন প্রস্তাবিত স্থায়ী সম্পদের অর্থমূল্য বিবেচনা করে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের প্রধান বিচার্য বিষয় হবে ঐ চাষী ইতোমধ্যে কি কি কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কৃষি কাজ করছেন, তাঁর মোট কর্জের পরিমান তথা মোট ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা।

৫.১.৫ একজন কৃষকের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের কর্জ সীমা সেই কৃষকের পাঁচ বছরে ঋণ পরিশোধ পরিকল্পনা তথা ব্যাঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর পরিশোধের সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে স্থির করা হবে।

৫.১.৬ সর্ব্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা - একজন কৃষকের প্রস্তাবিত পাঁচ বছরের মোট স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণের কর্জ সীমা এবং তাঁর দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের কর্জ সীমার যোগফল হবে সর্ব্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা এবং তা কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মোট কর্জ সীমা হিসাবে বিবেচিত হবে।

৫.১.৭ প্রান্তিক কৃষক ব্যতিরেখে অন্য সকল কৃষকের উপ-কর্জসীমা নির্ধারণ

(ক) স্বল্প মেয়াদী ও মেয়াদী ঋণের সুদের হার আলাদা। তাছাড়া, বর্তমানে স্বল্পমেয়াদী শস্যঋণ সুদ ভর্তুকি প্রকল্প ও সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধের উৎসাহদায়ক সুদ ছাড় প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত স্বল্প মেয়াদী ও মেয়াদী ঋণের পরিশোধের সময়কাল ও নিয়মও আলাদা। তাই ব্যবহারিক ও আর্থিক হিসাবের সুবিধার জন্য মোট কর্জসীমা দুটি পৃথক উপকর্জসীমায় ভাগ করা হয়েছে - একটি স্বল্পমেয়াদী ক্যাশক্রেডিট ঋণ তথা সঞ্চয়ী আমানত এবং অপরটি মেয়াদী ঋণ আমানত।

(খ) কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ক্যাশ ক্রেডিট ঋণ গ্রহণের সীমা নির্ধরিত হবে চাষের বৈচিত্র অনুসারে। শস্য উৎপাদন, কৃষি যন্ত্রপাতি ও পরিসম্পদের রক্ষণাবেক্ষন এবং জীবন যাপনের খরচ বাবদ টাকা কৃষক তাঁর সুবিধা মতে তুলতে পারবেন। জেলাস্তরের কারিগরী কমিটি যদি কোনো বছর দাদন হার ধারণাগত ১০ শতাংশের বেশী বাড়ায়, তবে পরবর্তী বছরগুলির জন্য বর্দ্ধিত ঋণ গ্রহণের সীমা নতুন ভাবে স্থির করে কৃষককে জানিয়ে দিতে হবে। এই পরিবর্বদ্ধনের জন্য মোট কর্জসীমা বাড়ানোর প্রয়োজন হলে তা বাড়িয়ে কৃষককে জানিয়ে দিতে হবে। মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের চরিত্র অনুযায়ী ঋণ কিস্তি নেওয়া যাবে এবং পরিশোধের সময়সূচী নির্ধারিত হবে

যাতে মোট গৃহিত ঋণ কখনোই নির্দিষ্ট বছরের মোট কর্জসীমাকে অতিক্রম করে না যায়।

গ) কর্জসীমা বা ঋণ এই ভাবে বর্দ্ধিত হলে ঋণদাদনকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ঋণের নিরাপত্তা (সমান্তরাল নিরাপত্তা সহ) তাঁদের ঋণনীতি অনুযায়ী নেবেন।

৫.২ প্রান্তিক চাষীর কর্জসীমাঃ

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডধারী প্রত্যেক প্রান্তিক চাষীর জন্য ১০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার একটি নমনীয় কর্জসীমা অনুমোদন করা যাবে। এক্ষেত্রে বন্ধকীকৃত জমির মূল্যের সঙ্গে এই কর্জসীমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। মোট চাষের জমির পরিমান, শস্যের উৎপাদন খরচ (যার মধ্যে গুদামজাত করনের খরচ ধরা থাকবে), উৎপাদনের অন্যান্য খরচ, জীবনযাপনের খরচ, ইত্যাদি এবং এছাড়া কৃষি যন্ত্রপাতি তথা ক্ষুদ্র গবাদি পশু পালন / মুরগি পালনের জন্য ক্ষুদ্র মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন বিচার করে, ঋণদাদনকারী সংস্থা এই কর্জসীমা অনুমোদন করবেন। এই সামগ্রিক কর্জসীমা পাঁচ বছরের জন্য অনুমোদিত হবে। সমস্ত ক্ষেত্রেই কৃষককে ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা দিতে হবে। যৌথ দায়বদ্ধ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমষ্ঠিগত নিশ্চয়তা দিতে হবে। যদি উচ্চতর কর্জসীমার প্রয়োজন হয়, তবে ৫.১ নিয়মে বর্ণিত নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে।

(৬) কৃষি উৎপাদিত পণ্যের বন্ধক / দায়বন্ধকের (গুদামের রশিদ সহ) ভিত্তিতে অনধিক ১২ মাসের জন্য ২.৫০ লক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে। এই বন্ধকি সামগ্রী উৎপাদনের জন্য দাদন না করা হয়ে থাকলেও, এই অগ্রিম টাকা শস্য ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং সরাসরি কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দেওয়া যাবে, যদি না এটা মজুতদারীর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনের পরিপন্থি হয়।

(৭) মহাজনী সুদের ভারে দূর্দশাগ্রস্থ কৃষককে সমান্তরাল বন্ধক বা যৌথ দায়ের ভিত্তিতে ঋণ দাদন করলেও তা কৃষি ঋণ বলে বিবেচিত হবে এবং সরাসরি কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দেওয়া যাবে।

(৮) কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থাসমূহ স্বল্পমেয়াদী শস্যঋণ সুদ ভর্তুকি প্রকল্প এবং পরিশোধে উৎসাহদায়ক শস্য ঋণ সুদ ছাড় প্রকল্প সমূহ চাষীদের জানানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৯) বাধ্যতামূলক শস্য বীমা ছাড়াও, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডধারীগণ পরিসম্পদ বীমা, ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমা এবং স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ পাবেন (যদি পাবার সুবিধা থাকে) এবং বীমার কিস্তি কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রদান করতে পারবেন। বীমার কিস্তির একটি সম্মত অনুপাত কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা এবং কৃষক সংশ্লিষ্ট কিষাণ ক্রেডিট কার্ড থেকে বীমা সংস্থাকে প্রদান করবেন।

সুবিধাভোগী কৃষকগণকে উল্লিখিত অতিরিক্ত বীমার সুবিধাবলি আগে থেকেই জানাতে হবে, যাতে তাঁরা আবেদন করার সময়ই এই সুবিধাগুলি পেতে পারেন।

(১০) প্রত্যেক ব্যক্তিগত বা যৌথ কিষাণ ক্রেডিট কার্ডধারীগণ তাঁদের কর্জ সীমার সকল আবেদনসমূহ একত্রে সুনির্দিষ্ট আবেদনপত্রের মাধ্যমে লিখিত ভাবে বা কম্পিউটার ব্যবস্থার (ই-ফাইলিং) মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার সুপারভাইজার এবং সমবায় সমিতি সমূহের পরিদর্শকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার কাছে পেশ করবেন।

(১১) কোনো প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা তাঁর কোনো ব্যক্তি সদস্য বা যুগ্ম সদস্য কিষাণ কার্ড ধারীর ঋণের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না যাঁর আবেদনের দিনে কোনো ঋণ খেলাপী আছে।

(১২) এই নীতি সমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোনো প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা তাঁর নিজের ঋণদান নীতি এবং ঋণদান পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারবেন।

(১৩) প্রথম বছরের ঋণ প্রদানের আগে এবং পরবর্তি সময়ে যদি ঋণের পরিমান বাড়ে তবে ঋণের আবেদন প্রক্রিয়া (ডকুমেন্টেশন) করতে হবে।

(১৪) অন্যথায় প্রথম বছরের ঋণের আবেদন প্রক্রিয়া (ডকুমেন্টেশন) -এর পরে পরবর্তি বছর গুলিতে কোনো কিষাণ ক্রেডিট কার্ডধারীকে কেবল মাত্র কি শস্য উৎপাদন করেছেন এবং কি উৎপাদন করতে চান সেই সংক্রান্ত সাধারণ বিবরণই প্রদান করতে হবে।

(১৫) কোনো বছরের ১লা এপ্রিল থেকে পরের বছর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত শস্য ঋণ বছর হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এজন্য সকল পক্ষই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার আগেই কৃষি ঋণ সব স্তরে পৌঁছে যায়। পশ্চিমবঙ্গের স্বল্প মেয়াদী সমবায় ঋণদান পরিকাঠামো কর্জসীমা আবেদনপত্র পাওয়া, তৈরি করা এবং জমা দেবার তথা তা অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত সময় সারণী অবলম্বন করবে-

(অ) জানুয়ারী মাসের শেষ নাগাদ প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থাসমূহ কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থাসমূহের কাছে কর্জ সীমার আবেদনপত্র পেশ করবে।

(আ) ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ নাগাদ কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থাসমূহ প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থাসমূহের কর্জ সীমা অনুমোদন করবে।

(ই) মার্চের শেষ নাগাদ কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থাসমূহ শস্য ঋণ পুনর্সংস্থান তহবিলের (রিফাইন্যান্স) আবেদনপত্র রাজ্য ঋণদাদন সংস্থার কাছে পাঠাবে।

(ঈ) এপ্রিলের শেষ নাগাদ রাজ্য ঋণদাদন সংস্থা শস্য ঋণ পুনর্সংস্থান তহবিলের (রিফাইন্যান্স) আবেদনপত্র নাবার্ডের কাছে পাঠাবে।

(১৬) প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থাসমূহ কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থাসমূহের তরফে কৃষকের কাছ থেকে ঋণের তমশুক ও অন্যান্য কাগজপত্র সংগ্রহ ও জিম্মাদার হিসাবে সংরক্ষণ করবে এবং নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটের অঙ্গীকারপত্রে কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থাসমূহের কাছে পেশ করবে।

(১৭) কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের স্বল্পমেয়াদী অংশের চরিত্র ঘূর্ণায়মান ক্যাশ ক্রেডিট সুবিধার সমতুল হবে। কার্ডধারি যতবার খুশি টাকা তুলতে ও জমা দিতে পারবেন। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গুলির মধ্যে যে কোনোটি ব্যবহার করে কার্ডধারী কৃষক তাঁর কর্জসীমার মধ্যে কৃষি ঋণ তুলতে ও জমা দিতে পারবেন -

(অ) কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার কোনো শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে

(আ) কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার চেকের মাধ্যমে

(ই) ভারতের ন্যাশানাল পেমেন্ট করপোরেশনের সুবিধাপ্রাপ্ত স্মার্ট কার্ড বা আধারের সুবিধাপ্রাপ্ত স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার পয়েন্ট অব সেল (পস) বা ক্ষুদ্র এটিএমের মাধ্যমে বা অন্য কোনো ব্যাঙ্কের এটিএমের মাধ্যমে।

(ঈ) প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা যদি কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার অতি ক্ষুদ্র শাখা হিসাবে কাজ করে, তবে সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে।

(১৮) কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার কোনো কোর ব্যাঙ্কিং সুবিধাপ্রাপ্ত শাখা কার্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার কোনো কিষাণ ক্রেডিট কার্ডধারীকে ভারতের ন্যাশানাল পেমেন্ট করপোরেশনের সুবিধাপ্রাপ্ত স্মার্ট কার্ড বা আধারের সুবিধাপ্রাপ্ত স্মার্ট কার্ড প্রদান করতে পারবে যার মাধ্যমে প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার কোনো কিষাণ ক্রেডিট কার্ডধারী ঐ প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার পয়েন্ট অব সেল (পস) বা ক্ষুদ্র এটিএমের মাধ্যমে বা অন্য কোনো ব্যাঙ্কের এটিএমের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার কোনো কিষাণ ক্রেডিট কার্ডধারী তাঁর প্রদেয় সমস্ত সুদ (স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণের সুদ ও মেয়াদী ঋণের সুদ) কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থাকে পরিশোধ করবেন, তা থেকে প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার প্রাপ্য সুদের অংশ কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার কোনো কোর ব্যাঙ্কিং সুবিধাপ্রাপ্ত শাখা কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার অ্যাকাউন্টে জমা করে দেওয়া হবে।

দ্রষ্ঠব্যঃ ক্যাশ ক্রেডিট ঋণ ও মেয়াদী ঋণের চরিত্র সমপুর্ণ আলাদা এবং সুদের হার তথা পরিশোধকালও আলাদা। তাই যতদিন না উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে ততোদিন পর্যন্ত দুই প্রকার ঋণের জন্য দুটি ভিন্ন স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হবে।

(১৯) যদি রাজ্য ঋণদাদন সংস্থার উপবিধি ও প্রয়োজনীয় অন্য বিধির দ্বারা অনুমোদিত হয়, তবে মরশুমী কৃষি কাজের জন্য রাজ্য ঋণদাদন সংস্থা সরাসরি কোনো প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থাকে

সরাসরি ঋণদাদন করতে পারবে যেখানে কোনো কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা নেই বা যদি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা এই জন্য অনুমোদন দেয় অথবা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা মরশুমী কৃষি কাজের জন্য ঋণ দাদনে অপরাগ হয়।

(২০) যদি সকল সদস্যের জমি ন্যস্ত করার মাধ্যমে কোনো সমবায় খামার সমিতি গঠিত হয়, তবে কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা সেই সমিতিকে মরশুমী কৃষি কাজের জন্য ঋণ প্রদান করবে এবং সমিতি তার মোট কৃষি যোগ্য জমির জন্য দাদন হারের ভিত্তিতে মোট শস্য ঋণ পাবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

(২১) যদি সকল সদস্যের জমি ন্যস্ত করার মাধ্যমে যদি কোনো সমবায় খামার সমিতি গঠিত হয়, তবে কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা সেই সমিতির প্রত্যক সদস্যকে তার মোট কৃষি যোগ্য জমির জন্য দাদন হারের ভিত্তিতে মরশুমী কৃষি কাজের জন্য এই নীতি সমূহের ভিত্তিতে প্রত্যেক সদস্যের আর্থিক অবস্থা এবং ঋণ পাবার যোগ্যতা বিবেচনা করে ঋণ প্রদান করবে, যদি প্রত্যেক সদস্য সমিতিকে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করে এবং ঋণ খেলাপির ক্ষেত্রে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা সমিতির উপবিধিতে থাকে।

(২২) কোনো কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা তার রাজ্য ঋণদাদন সংস্থার থেকে তার কর্জ সীমার মধ্যে প্রাপ্য পুনর্সংস্থান তহবিল (রিফাইন্যান্স) বছরের যে কোনো সময়ে যত বার খুশি নিতে পারবে, এই শর্তে যে রাজ্য ঋণদাদন সংস্থার থেকে গৃহিত মোট কর্জের পরিমান কখনই প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার থেকে প্রাপ্য চলতি ঋণের জেরের থেকে বেশি হবে না। তবে রাজ্য ঋণদাদন সংস্থা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার আর্থিক অবস্থা এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে তার অতীত ইতিহাস বিবেচনা করে অন্যথায় পুনর্সংস্থান তহবিল (রিফাইন্যান্স) মঞ্জুর করতে পারে।

(২৩) কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার থেকে দাদন পাবার জন্য প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা তার যে সকল কিষাণ ক্রেডিট কার্ড গ্রহিতার কর্জ সীমা নির্ধারিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে থেকে যাঁরা খেলাপী নন এবং যাঁরা নতুন সদস্য কেবলমাত্র তাঁদের জন্যই আবেদন করবেন। দাদন প্রাপ্তির পর তিন দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সদস্যের কাছে তা বিলি না করা হয়ে থাকলে তা প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থাকে কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার কাছে ফেরৎ দিতে হবে। অর্থ প্রদানের নিদর্শ ঐ প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার সভাপতি, সম্পাদক ও প্রবন্ধক প্রত্যায়িত না করলে তথা তা কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার সুপারভাইজার প্রতিস্বাক্ষর না করলে ঐ সমিতি আর দাদন পাবে না। এই নীতি সমূহের ১৮ সংখ্যক নীতিতে বর্ণীত ব্যবস্থা যত দিন না চালু করা যাচ্ছে তত দিন পশ্চিমবঙ্গ স্বল্প মেয়াদী সমবায় ঋণদান ক্ষেত্রের শস্য ঋণ বিধিমালা ২০১০-এ বর্ণীত ঋণদাদন অনুমোদন, বিতরণ ও নথী সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

(২৪) যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কৃষকের ফসল হানির জন্য সরকার কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার ঋণ পরিশোধের সময়কাল বৃদ্ধি করেন বা পরিশোধ সময়কাল পুনর্বিন্যাস করেন, তবে বর্ধিত সময়কালে পরিশোধ সন্তোষজনক হয়েছে বলে ধরা হবে এবং কর্জ সীমার সময়কাল সমভাবে বর্ধিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। যদি এই বৃদ্ধির সময়কাল একটি শস্য বছরের থেকে বেশী হয়, তবে অপরিশোধিত ঋণ একটি পৃথক মেয়াদী ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে, এবং তার কিস্তির হার ও সময়সূচী একই সঙ্গে প্রজ্ঞাপিত হবে।

(২৫) কিষাণ ক্রেডিট কার্ড গ্রহিতাকে যে মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হবে তা পরিশোধের মেয়াদ কাল সাধারণভাবে ৫ (পাঁচ) বছর হবে, তবে তা নির্ভর করবে ঋণ গ্রহীতা চালু বিনিয়োগ নীতি অনুসারে কি ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করছেন তার ওপর। প্রকল্পের ধরণ বিবেচনা করে দাদনকারী সংস্থা পরিশোধের সময়কাল আরও বাড়াতে পারেন।

(২৬) কিষাণ ক্রেডিট কার্ড গ্রহিতা যদি গুদামজাত করণের রশিদ প্রদান করে তার ভিত্তিতে বন্ধকীঋণের দরখাস্ত করেন, তবে দাদনকারী সংস্থা প্রচলিত নিয়মাবলী ও পদ্ধতি অনুসরণ করে তা বিবেচনা করবেন। তবে, এই ঋণ যদি অনুমোদিত হয়, তা শস্য ঋণখাতের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। যদি গ্রহিতা কৃষক চান তবে এই বন্ধকীঋণ দাদনের সময় তাঁর অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারেন।

(২৭) অর্থ অতিক্রমণ বীমা - সকল প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা ও কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা, যাঁরা শস্য ঋণ গ্রহণ ও তা আদায়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবেন, অবশ্যই সিন্দুকের টাকা, কাউন্টারের টাকা এবং অতিক্রমণের টাকা সম্পুর্ণ ভাবে বীমা করাবেন।

(২৮) পরিদর্শন

(অ) প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যদের দায়বদ্ধতা থাকবে ঐ সমিতির ও সমগ্র সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে প্রত্যেক ঋণী সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করা যাতে তাঁরা নিজের ও সমিতির প্রয়োজনে সময়মতো ঋণ পরিশোধ করেন।

(আ) রাজ্য ঋণদাদন সংস্থা ও ন্যাবার্ডের চাহিদা মতো কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা এবং প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা প্রতিবেদন ও লাভালাভ (রিটার্ণ) পেশ করবেন। রাজ্য ঋণদাদন সংস্থার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা এবং প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার আর্থিক বিবরণী সংক্রান্ত খাতাপত্র এবং অন্যান্য নথী পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন, একই ভাবে কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার সুপারভাইজারগণ সময়ান্তরে প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার আর্থিক বিবরণী সংক্রান্ত খাতাপত্র এবং অন্যান্য নথী পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

(ই) প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থাকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে নতুন ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আদায়ের টাকা তিন দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার শাখা কার্যালয়ে জমা দেবেন।

(ঈ) নতুন ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা বাস্তবসম্মত নগদ ধারণ সীমা নির্ধারণ করবেন এবং সুনিশ্চিত করবেন যে তাঁদের জিম্মায় যেন অকারণে তার থেকে বেশি টাকা কোনো অবস্থাতেও না থাকে।

(উ) নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা হলে টাকার দাদন সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

(২৯) ঋণের নিরাপত্তা

(ক) ঋণের নিরাপত্তার বিষয়ে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা ন্যাবার্ডের সময়ান্তরে জারি হওয়া নির্দেশাবলী কার্যকর করা হবে।

(খ) ঋণের নিরাপত্তার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রয়োজন হবে-

(অ) ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা ন্যাবার্ডের বর্তমান নির্দেশাবলী অনুসারে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর্জ সীমার কিষাণ ক্রেডিট কার্ডধারীর ক্ষেত্রে শস্যের দায়বদ্ধন করতে হবে।

(আ) দায়বন্ধনকে পরিশোধের সঙ্গে সংযুক্ত করা - কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থাগুলি সমান্তরাল নিরাপত্তা ছাড়াই শস্যকে দায়বন্ধন করে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত শস্য ঋণ দাদন করতে পারে।

(ই) কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থাগুলি নিজস্ব সুবিবেচনায় শুধুমাত্র সমান্তরাল নিরাপত্তার ভিত্তিতে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত শস্যকে দায়বন্ধন না করে শস্য ঋণ দাদন করতে পারে এবং শস্যকে দায়বন্ধন করে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দাদন করতে পারে।

(ঈ) যে সকল জেলায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে জমির নথির উপর দায়বদ্ধতা তৈরি করা যায়, সেখানে সেইমতন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) কৃষি জমির ওপর বন্ধক করার সময় ঐ জমির ধারণাগত দামকে মাথায় রাখতে হবে। বর্তমানে সকল প্রকার কৃষি জমির ধারণাগত দাম ধরা হয় একর পিছু এক লক্ষ টাকা। প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা ও কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার লিখিত অনুমোদন ছাড়া প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থার কোনো কৃষিজীবি সদস্য তাঁর চাষযোগ্য জমির কোনো অংশ হস্তান্তর / দায়বদ্ধ করতে পারবেন না, এবং এজন্য তাঁকে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থাকে অঙ্গীকার পত্র প্রদান করতে হবে।

(ঘ) খেলাপী সদস্যদের বিরুদ্ধে ডিসপিউট মোকদ্দমা করার জন্য বা অন্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, প্রয়োজন উৎপাদিত শস্য আটক করা সহ, প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থা প্রয়োজনে তার উপবিধি সংশোধন করে কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারে। এই বিষয়ে ঋণ সম্পুর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারপত্র ও ঋণ সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থার নিরাপদ হেফাজতে থাকবে।

(ঙ) সকল ক্ষেত্রেই প্রাথমিক ঋণদাদন সংস্থাকে তাঁর সদস্যের শেয়ার সংযুক্তির অনুপাত ১ঃ২০ তে রাখতে হবে।

(৩০) পাওনার হিসাব ও সুদের হার

(অ) কোনো একটি বিশেষ বছরে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ঋণের পাওনার হিসাব করা হবে বিভিন্ন শস্যের মরশুম ভিত্তিক পরিশোধের সময়সূচির ওপর ভিত্তি করে।

(আ) কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ঋণের সুদের হিসাব করা হবে চক্রবৃদ্ধি না করে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে।

(ই) মরশুমি শস্য চাষের জন্য কৃষি ঋণের সুদ গননার ক্ষেত্রে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চালু নীতি অনুসরণ করা হবে। কেন্দ্রীয় ঋণদাদন সংস্থা এই ক্ষেত্রে চলতি স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণের ওপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গননা করবেন না, কারণ উৎপাদিত শস্যের আয় ছাড়া কৃষিজীবির কোনো সুনির্দিষ্ট আয় থাকে না।

(ঈ) কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ঋণের আদায় খেলাপী হলে, ঋণদাদন সংস্থাগুলি সুদ আসলের সঙ্গে যোগ করতে পারবেন।

(উ) কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের দীর্ঘ মেয়াদী ফসলের কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হিসাব অর্ধ-বার্ষিক না করে বার্ষিক ভিত্তিতে করতে হবে এবং ঋণের আদায় খেলাপী হলে, ঋণদাদন সংস্থাগুলি সুদ আসলের সঙ্গে যোগ করতে পারবেন।

(ঊ) কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ঋণের আদায় খেলাপী হলে, রাজ্য ঋণদাদন সংস্থা ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বা ন্যাবার্ডের নীতি অনুসরণে যে শাস্তিমূলক সুদ ধার্য করবেন, তাই অনুসরণ করা হবে।

(ঋ) পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ঋণের ক্ষেত্রে কোনো সার্ভিস চার্জ বা পরিদর্শন চার্জ আদায় করা যাবে না। পঁচিশ হাজার টাকার বেশী কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ঋণের ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বা পরিদর্শন চার্জ আদায় করা যাবে।

(৩১) অনুৎপাদক সম্পদ - সংশোধিত কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ঋণের ক্ষেত্রে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বা ন্যাবার্ডের এই সংক্রান্ত নিয়ম ও নীতি অনুসরণ করা হবে।